ঘটনা

বৈশালী গাঙ্গুলী
নবম শ্রেণী

এটা একটা গল্প নয়; একটা সত্য ঘটনা যা আমার চোখের সমানে এখনও ভাসছে 'ঘটনা' শব্দটা খুব ছোট কিন্তু যখন ঘটে যায় তখন মানসিক পরিস্থিতি কেমন হয় তার বর্ণনাই এই কাহিনীতে আছে।

জুন মাসে আমাদের বাড়ীর সামনে একটা নূতন পরিবার আসে। পরিবারটি খুব ছোট ও সুন্দর ছিল। একটা ছেলে চার বৎসরের আর একটা মেয়ে পাঁচ বৎসরের ও তাদের মা বাবা। ছেলেটার নাম ছিল 'বিকি' ও মেয়েটার নাম ছিল 'ডল'। ছেলে মেয়ে দুইটি চালাক ও বুদ্ধিমান আর মিশুকী ছিল। ছেলেটা একটু বেশীই ছিল সারদিন খালি পক্‌পক্ করত, আর কতো যে গান করত আর নাচতো। ও মানে 'বিকি' খুব কমদিনের মধ্যেই পাড়ার প্রত্যেকটা মানুষের মন জিতে নিতে পেরেছিল। বিকি দিনের মধ্যে ওর পাকা পাকা কথা আর কেরামতির জন্য যে কয়টা টফি আর চকলেট পেত তা একটা সাধারণ ছেলে হয়ত দুদিনেও খেতো না।

বিকিদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের সম্পর্ক খুব অল্পদিনের মধ্যে গভীর হয়ে পড়ে। বিকির মা মানে

আমার কাকিমা প্রায়ই ওকে আমাদের বাড়ীতে রেখে বিভিন্ন কাজে বাইরে যেত। একদিন বিকি আমাদের বাড়ীতে সারা-দিন থাকে কিন্তু সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ দেখি বিকি খুব শান্ত হয়ে পড়েছে। আমি সকৌতুকে জিজ্ঞেস করি "এই বিকি তুই এতো শান্ত হয়ে গেলি কেন, দুষ্টামি করছিস না যে?" পাকা ছেলেটাকে প্রশ্ন করার সাথে সাথে যে জবাবটা দিয়েছিল তাতে আমি অবাক হয়ে যাই। ও বলল, "দিদিভাই, আমি বড় হয়ে ডাক্তার হব। আর এখন যদি আমি বেশী কথা বলি তবে আমার আয়ু খুব কম হয়ে যাবে আর আয়ু কমে গেলে আমি ডাক্তার হব কেমন করে? ও অনেক উল্টা পাল্টা কথা বলত কিন্তু কেন জানি ঐ দিনটির কথাটা আমার মনে খুব খট্‌কা দিল আমি বাধ্য হয়ে ওকে জিজ্ঞেস করি, "তুই বাঁচতে চাস নারে?" কিন্তু ও আমার কথায় কোন জবাব না দিয়ে নিজের দুষ্টুমিতে ব্যস্ত হয়ে পরে। আমরা তখন ও জানতাম না যে কোন নিষ্ঠুর হাত এসে বিকিকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে চিরদিনের জন্য, ছিনিয়ে নিয়ে যাবে ওর হাসি, কথা, আশা সবকিছু।

নভেম্বরের ২৩ তারিখটা যে একটা নিষ্ঠুর দিন তা আমি জানতাম না। স্কুলেরবাস থেকে নেমে আমি ও আমার বন্ধুরা গল্প করতে করতে আসছি। হঠাৎ দেখি পাড়ার মোরে অনেক লোক জুড়ে হয়ে আছে। আর সবার মধ্যে একটা ছোট ট্রাক ফুল দিয়ে সাজানো। ভাবলাম বোধহয় কেউ বিয়ে করতে যাচ্ছে। কিন্তু তখন ও বুঝতে পারলাম না যে বিয়ে করতে মানুষ টেক্সিতে যায় ট্রাকে নয় ঘরের সামনে এসে দেখি বিকির মা বিকিকে ডেকে ডেকে কাঁদছে, পরে সবার মুখে শুনি যে সেদিন দুপুরে বিকি আমাদের পাড়ার একটা পুকুরের সামনে হাঁসের সঙ্গে খেলা করতে গিয়ে পা পিছলিয়ে পুকুরে

পরে চিরদিনের জন্য শান্ত হয়ে গেছে। কথাটা শুনে আমি কি করব ঠিক করতে পারলাম না। কাঁদব না সান্ত্বনা দেব কাকিমাকে। কিন্তু সান্তনা দিলেও কি দেব? বলব যে কাকীমা তোমার জলজ্যন্ত ছেলেটার হাসি ওর কথা চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে গেছে তুমি কাঁদবেনা? খালি একবার কাকিমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেললাম। তখন আমার খালি একটাই প্রশ্ন ছিল ভগবানের কাছে। 'হে ভগবান তুমি এতো নিষ্ঠুর হতে পার যে নিজের হাতে একটা ছোট্ট ছেলের হাসি, কথা, আশা সমস্ত কিছুকে এক-নিমিষে শেষ করে দিলে? বিকিতো কোন অন্যায় করেনি। তবে ওর পরিনাম এমন হলো কেন? কেন? কেন? বিকির বাবা মা ও ডল চলে যাবার আজ একমাস হয়ে গেল সবার মন থেকে বিকির স্মৃতি আজকে অস্পষ্ট। কিন্তু আমি যখনি জানলা দিয়ে পুকুরটার শান্ত জলকে দেখি। তখন শুধু মনে হয় এই শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশেই একটা শিশুর জীবন শান্ত হয়ে গেছে, আমরাজানি জলের অপর নাম জীবন। সেই 'জীবন' নামের বস্তুকি বিকিকে মার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, কিন্তু সে কী এখন বিকির মার হাসি বিকির ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন, ওর কথা ফিরিয়ে আনতে পারে? যদি না, তবে কেন না? কেন না? কেন না?

হয়তো এর উত্তর আমি খুঁজে পাবনা কিন্তু বিকির কথা সব সময় আমার মনে পরবে। আর যখনি ওর কথা মনে পরবে তখনি আমার মনে পরবে যে মানুষের জীবনে কখন এবং কোন সময়ে যে কি ঘটনা ঘটে যায় তা কেউ বলতেও পারে না।